অধ্যায় - ১৩

অন্য কয়েকটি লীলা - ১) ভীমাজী পাটীল ২) বালা গণপত দর্জী ৩) বাপুসাহেব বুটী ৪) আলন্দী স্বামী ৫) কাকা মহাজনী ৬) হরদার দত্তোপন্ত

মায়ার অভেদ্য শক্তি ঃ-

বাবার বক্তব্য সর্বদা সংক্ষিপ্ত, অর্থপূর্ণ, গুঢ় ও বিদ্যাভূষিত হত। তিনি সদা নিশ্চিন্ত ও নির্ভয় থাকতেন। তাঁর কথায় "আমি একজন ফকির, আমার না স্ত্রী আছে আর না আছে ঘর-বাড়ি। সব চিন্তা ত্যাগ করে আমি একই স্থানে থাকি। তবুও মায়া আমায় কষ্ট দেয়। আমি নিজেকে তো ভুলে গেছি, কিন্তু মায়া আমায় ভুলছে না, কারণ সে আমায় নিজের চক্রে জড়িয়ে নিতে চায়। শ্রীহরির এই মায়া ব্রহ্মাদিকেও ছাড়ে না, তবে আমার মত ফকির তো কোন ছাড়? কিন্তু যারা শ্রীহরির শরণ নেবে, তারা তাঁর কৃপায় মায়াজাল থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।" এই ভাবে বাবা মায়ার শক্তির পরিচয় দেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভাগবতে উদ্ধবকে বলেন- "সন্তই আমার জীবিত স্বরূপ।" এবং বাবাও এ কথা বলতেন- "তারা খুবই ভাগ্যবান যাদের পাপ নষ্ট হয়ে গেছে। তারাই আমার উপাসনার দিকে অগ্রসর হতে পারে বা হয়। যদি তুমি শুধু 'সাই' 'সাই'-ই স্মরণ করতে থাকো, তাহলেও আমি তোমায় ভবসাগর পার করিয়ে দেব। এই শব্দগুলির ওপর বিশ্বাস করো, তুমি নিশ্চয়ই লাভ পাবে। আমার পূজোর জন্য কোন সামগ্রী বা অষ্টাঙ্গ যোগ সাধনের দরকার হয় না। আমি তো ভক্তিতেই বাস করি।" এবার দেখা যাক অনাশ্রিতদের আশ্রয়দাতা সাই, ভক্তদের কল্যাণের জন্য কি-কি দেন বা করেন।

ভীমাজী পাটীল ঃ সত্য সাই ব্রত ঃ-

নারায়ণ গ্রামের (তালুক জুন্নর, জেলা পুনা) এক ভদ্রলোক ভীমাজী পাটীল ১৯০৯ সালে যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হন। উনি অনেক রকমের চিকিৎসা করান, কিন্তু কোন লাভ হয় না। শেষে হতাশ হয়ে উনি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন- "হে নারায়ণ! হে প্রভু! এই অনাথকে কিছু সাহায্য করো।" আমরা যখন সুখে থাকি তখন ভগবানকে স্মরণ করি না, কিন্তু যেই দুর্ভাগ্য ঘিরে নেয় এবং দুর্দিনের সম্মুখীন হতে হয়, তখন

ভগবানের কথা মনে পড়ে। তাই ভীমাজীও ভগবানকে ডাকতে শুরু করলেন। হঠাৎ ওঁর মনে হলো শ্রী সাইবাবার পরম ভক্ত শ্রী নানাসাহেব চাঁদোরকরের সাথে পরামর্শ করলে কেমন হয়? তাই নিজের পরিস্থিতির সম্পূর্ণ বিবরণ লিখে ওঁকে পথ প্রদর্শন করতে প্রার্থনা করেন। প্রত্যুত্তরে নানাসাহেব লেখেন- "এখন শুধু একটাই উপায় রয়ে গেছে এবং সেটা হলো শ্রী সাইবাবার চরণের শরণাগতি।" নানাসাহেবের কথা বিশ্বাস করে ভীমাজী শিরডী যাত্রার ব্যবস্থা শুরু করেন। ওঁকে শিরডী আনা হয় এবং মস্‌জিদে এনে শোওয়ান হয়। শ্রী নানাসাহেব ও শামাও সেই সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বাবা বললেন- "এ সব পূর্ব জন্মের দুষ্কর্মের ফল, তাই আমি এই ঝঞ্ঝাটে পড়তে চাই না।" এই কথা শুনে রোগী অত্যন্ত নিরাশ হয়ে করুণ স্বরে মিনতি করেন- "বাবা, আমি একেবারে নিঃসহায় এবং শেষ আশা নিয়ে আপনার শ্রী চরণে এসেছি। আপনার কাছে দয়ার ভিক্ষে চাইছি। হে দীনের একমাত্র শরণ। আমার উপর দয়া করুন।" এই হৃদয়স্পর্শী প্রার্থনা শুনে বাবা দ্রবীভূত হয়ে বললেন- "আচ্ছা দাঁড়াও। চিন্তা করো না। তোমার দুঃখের দিন শীঘ্রই শেষ হয়ে যাবে। কারো হাজার যাতনা বা কষ্ট হোক না কেন, এই সিঁড়ির উপর পা রাখতেই তার সব দুঃখ দূর হয়ে যায়। মস্‌জিদের ফকির খুব দয়ালু এবং সে তোমার রোগও নির্মূল করে দেবে। সে তো প্রেম ও দয়ার সাগর এবং সবাইকে রক্ষা করে।" রোগী প্রত্যেক পাঁচ মিনিট অন্তর রক্ত-বমি করত। কিন্তু বাবার এই ঘোষণার পর রোগটি ভালোর দিকে ঘুরল। বাবা যে স্থানে ভীমাজীকে থাকতে আদেশ করেন, সে জায়গাটি রোগীর জন্য সুবিধেজনক এবং স্বাস্থ্যপ্রদ তো ছিল না কিন্তু বাবার আজ্ঞা অবহেলাই বা কে করতে পারত? সেখানে থাকাকালীন দুটো স্বপ্ন দিয়ে বাবা ওর রোগ হরণ করে নেন। প্রথম স্বপ্নে রোগী দেখে যে, একটি বিদ্যার্থী শিক্ষকের সামনে কবিতা মুখস্থ না করতে পারার জন্য দণ্ডস্বরূপ বেতের মারের অসহ্য কষ্ট ভোগ করছে। দ্বিতীয় স্বপ্নে দেখে যে কেউ যেন বুকের নীচের থেকে উপর এবং উপর থেকে নীচে পাথর ঘোরাচ্ছে, যার দরুণ তার অসহ্য কষ্ট হচ্ছিল। স্বপ্নে এই রকম কষ্ট পেয়ে ভীমাজী সুস্থ হয়ে ওঠেন এবং বাড়ী ফিরে আসেন। তারপর থেকে উনি কখনো-কখনো শিরডী আসতেন এবং বাবার কৃপা ও দয়ার কথা মনে করে বাবাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতেন। বাবা নিজের ভক্তদের কাছে কোন বস্তুর আশা রাখতেন না। উনি তো শুধু স্মরণ, দৃঢ় নিষ্ঠা ও ভক্তিই চাইতেন। মহারাষ্ট্রের লোকেরা প্রতি পক্ষ বা প্রতি মাস সদৈব শ্রী সত্যনারায়ণের ব্রত করে। কিন্তু নিজের গ্রামে ফিরে ভীমাজী পাটীল শ্রী সত্যনারায়ণ ব্রতের জায়গায় একটা নতুন ব্রত 'সত্য সাই ব্রত' শুরু করেন।

বালা গণপত দর্জী ঃ-

বালা গণপত দর্জী, বাবার আরেক ভক্ত, একবার ম্যালেরিয়া রোগে ভুগছিলেন। সব রকম ওষুধ-পথ্যের দ্বারাও কোন লাভ হয় না। যখন জ্বর বিন্দুমাত্র কমে না, তখন উনি শিরডী আসেন এবং বাবার শ্রী চরণের শরণ নেন। বাবা ওকে এক বিচিত্র আদেশ দেন- "লক্ষ্মী মন্দিরের কাছে একটা কালো কুকুরকে একটু দৈ-ভাত খাওয়াও।" বালা এই আদেশ পালন করার উপায় বুঝে উঠতে পার ছিলেন না। যাই হোক, একটু ভাত ও দৈ নিয়ে লক্ষ্মী মন্দির পৌছন। সেখানে একটা কালো কুকুর দেখতে পেয়ে সহজেই কাজটি সম্পন্ন করেন। শ্রী বাবার চরিত্রের ব্যাখ্যান কোন মুখ দিয়ে করি যে, এই উপায়টি করামাত্র বালা দর্জীর জ্বর একেবারে সেরে গেল।

বাপু সাহেব বুটী ঃ-

শ্রীমান বাপু সাহেব বুটী একবার পেটের অসুখে অসম্ভব ভুগছিলেন। ওঁর আলমারিতে অনেক রকমের ওষুধ ছিল, কিন্তু কোনটাই কার্যাকরী হচ্ছিল না। বাপু সাহেব দিনে-দিনে দুর্বল হয়ে পড়ছিলেন। ওঁর অবস্থা এত শোচনীয় হয়ে উঠেছিল যে, মস্‌জিদে এসে বাবার দর্শন করতে পারতেন না। বাবা ওঁকে নিজের কাছে ডেকে বললেন- "সাবধান, আর তোমার পেট খারাপ হবে না।" তারপর আঙ্গুল উঠিয়ে বলেন- "বমিও বন্ধ হয়ে যাবে।" বাবা এমন কৃপা করেন যে রোগ সমূলে নষ্ট হয়ে গেল এবং বুটী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যান।

আরেকবার উনি বিসুচিকা রোগে আক্রান্ত হন। ফলতঃ ওঁর খুব তেষ্টা পেত। ডাক্তার পিল্লে ওঁর সব রকমের চিকিৎসা করেন, কিন্তু ওঁর অবস্থায় কোন পরিবর্তন দেখা যায় না। অবশেষে উনি আবার বাবার কাছে গিয়ে ওঁর রোগ নিবারণ করার জন প্রার্থনা করেন। বাবা ওঁকে, "মিষ্টি দুধে বাদাম, আখরোট ও পিস্তা ফুটিয়ে খাও' এই ঔষধ দেন।

অন্য কোন ডাক্তার বা হাকীম বাবার এই ঔষধিটিকে মারাত্মক মনে করত, কিন্তু বাবার আদেশ মেনে পালন করাতে এইটাই রোগনাশক প্রমাণিত হল এবং আশ্চর্যের কথা এই যে রোগ সমূলে নষ্ট হয়ে গেল।

আলন্দীর স্বামী ঃ-

আলন্দীর এক স্বামীজী বাবার দর্শনার্থে শিরডী আসেন। ওঁর কানে একটা অসহ্য

ব্যথা হত, যার দরুণ উনি এক দণ্ডও বিশ্রাম করতে পারতেন না। ওঁর শল্য চিকিৎসাও হয়েছিল - তবুও ওঁনার কানের ব্যাথা কমে নি। শেষে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে উনি বাবার কাছে বাড়ী ফিরে যাওয়ার অনুমতি চাইতে গেলেন। সেই দেখে শামা বাবার কাছে প্রার্থনা করেন- "স্বামীজীর কানে খুব ব্যথা - আপনি ওঁর উপর কৃপা করুন।" বাবা আশ্বাস দিয়ে বলেন- "আল্লাহ্ মঙ্গল করবেন।" স্বামীজী পুণায় ফিরে গেলেন এবং এক সপ্তাহ পর শিরডীতে চিঠি পাঠান- "ব্যথা ঠিক হয়ে গেছে। কিন্তু ফোলা ভাবটা এখনো আগের মতই আছে।" সেটা যাতে ঠিক হয়ে যায়, তাই আপরেশনের জন্য উনি বম্বে যান। 'সার্জন' (শল্য চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ) সব পরীক্ষা করার পর জানান, "আপরেশানের কোন দরকার নেই।" বাবার শব্দের গুঢ়ার্থ আমাদের মত অজ্ঞ, মুর্খ কি বুঝবে?

কাকা মহাজনী ঃ-

কাকা মহাজনী নামক বাবার এক ভক্ত একবার অতিসার রোগে ভুগছিলেন। বাবার সেবায় কোন বাধা না পড়ে, এই ভেবে উনি মস্‌জিদের এক কোণে এক ঘটি জল রেখে দেন, যাতে প্রয়োজন হলেই বাইরে যেতে পারেন। যদিও উনি বাবাকে এই বিষয়ে কিছু জানাননি কারণ উনি ভেবেছিলেন উনি শীঘ্রই ভালো হয়ে যাবেন। কিন্তু শ্রী সাইবাবা তো সবই জানতেন। মস্‌জিদের মেঝে তৈরী করার স্বীকৃতি তো বাবা দিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তবুও যখন আসল কাজ আরম্ভ হয়, তখন বাবা হঠাৎ রেগে হয়ে ওঠেন। উত্তেজিত হয়ে চেঁচাতে শুরু করেন। মস্‌জিদে গোলমাল বেঁধে যায় এবং সকলেই পালাতে আরম্ভ করে। যেই কাকা সেখান থেকে পালাতে যাবেন, অমনি বাবা ওঁকে ধরে নিজের সামনে বসিয়ে দেন। এই গোলমালে কেউ একটা চীনেবাদামের ছোট থলে সেখানে ভুলে ফেলে গিয়েছিল। বাবা তার মধ্যে থেকে এক মুঠো চীনেবাদাম বার করে, সেগুলির খোসা ছাড়িয়ে দানাগুলি কাকাকে দেন। রেগে যাওয়া, চীনেবাদাম ছাড়ানো, সে গুলি কাকাকে খাওয়ানো, এক সাথেই চলছিল। বাবা তার মধ্যে থেকে কয়েকটি চীনেবাদাম নিজেও খান। যখন থলেটি প্রায় খালি হয়ে যায় তখন বাবা বলেন- "আমার তেষ্টা পাচ্ছে। একটু জল নিয়ে এসো।" কাকা এক ঘড়া জল নিয়ে আসেন এবং দুজনে তার থেকে জল খান। এরপর বাবা বললেন- "এইবার তোমার অতিসার রোগ দূর হয়ে গেছে। তুমি মেঝে তৈরী করার কাজটা ঠিক ভাবে করতে পারবে।" একটু পরই যারা ওখান থেকে পালিয়ে গিয়েছিল, তারা একে-একে ফিরে এলো। কাজ আবার শুরু হয়ে গেল। কাকার রোগও প্রায় সেরে এসেছিল। তাই উনিও পূর্ণ

উৎসাহের সাথে কাজে নেমে পড়েছিলেন। অতিসার রোগের ওষুধ কি চীনেবাদাম হতে পারে? এর উত্তর কে দেবে? বর্তমান চিকিৎসা প্রণালীর হিসেবে চীনেবাদাম খেলে এই রোগ দূর হওয়ার থেকে বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনাটাই বেশী। এ ক্ষেত্রেও প্রত্যেকবারের মত বাবার আশ্বাস ও নির্দেশ ঔষধিস্বরূপ সিদ্ধ হলো।

হরদার দত্তোপন্ত ঃ-

হরদার শ্রী দত্তোপন্ত ১৪ বছর থেকে পেটের কষ্টে ভুগছিলেন। কোন ওষুধেই লাভ হচ্ছিল না। হঠাৎ কোথাও থেকে বাবার কীর্তি ওঁর কানে আসে যে, বাবার দৃষ্টি মাত্রতেই রোগী সুস্থ হয়ে ওঠে। অতএব উনিও শিরডী এসে বাবার চরণে শরণ নেন। বাবা তাঁর স্বাভাবিক স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে ওঁকে আশীর্বাদ করেন। আশীষ ও উদী পেয়ে রোগী সুস্থ হয়ে ওঠেন এবং ভবিষ্যতে কখনো আর ওর ব্যথা হয়নি। এই রকমের তিনটি চমৎকার এই অধ্যায়ের শেষে লেখা হচ্ছে -

১) মাধবরাও দেশপাণ্ডে অর্শ রোগে ভুগছিলেন। বাবার আদেশ অনুসারে সোনামুখীর পাতার রস খেয়ে নীরোগ হয়ে যান। দুবছর পর আবার সেই কষ্ট দেখা দেওয়াতে উনি বাবার সাথে পরামর্শ না করেই সেই রস সেবন করেন। ফলস্বরূপ রোগ বেড়ে যায়। কিন্তু পরে বাবার কৃপায় উনি শীঘ্রই সুস্থ হয়ে ওঠেন।

২) কাকা মহাজনীর বড় ভাই - গঙ্গাধর পাণ্ডের কিছু বছর থেকে সমানেই পেটে একটা ব্যথা হত। বাবার কীর্তি শুনে উনিও শিরডী আসেন এবং আরোগ্য প্রাপ্তির জন্য বাবার কাছে প্রার্থনা করেন। বাবা ওর পেট স্পর্শ করে বলেন- "আল্লাহ ভালো করবেন।" এরপর প্রায় তক্ষুনি ওর পেটের ব্যথা সেরে যায় এবং উনি সম্পূর্ণ নিরোগ হয়ে যান।

৩) শ্রী নানাসাহেব চাঁদোরকরের একবার খুব পেটব্যথা হয়েছিল। উনি দিনরাত ডাঙ্গায় তোলা মাছের মতন ছট্‌পট্ করতেন। ডাক্তাররা অনেক রকমের চিকিৎসা করেন, কিন্তু কোন ফল হয় না। শেষে উনি বাবার শরণ নেন বাবা ওঁকে ঘিয়ের সাথে 'বর্ফি' (মিষ্টি) খেতে বলেন। এই ওষুধে উনি অচিরেই সুস্থ হয়ে ওঠেন।

এই সব ঘটনা গুলির মাধ্যমে আমরা একটাই ইঙ্গিত পাই যে, স্থায়ী ভাবে রোগ নির্মূল করার আসল ওষুধ হলো বাবার মুখনিঃসৃত বাণী ও তাঁর কৃপার প্রভাব।

।। শ্রী সাইনাথার্পনমস্তু। শুভম্ ভবতু।।

সপ্তাহ পারায়ণ ঃ দ্বিতীয় বিশ্রাম